যুগান্তর

তারিখ ... 26 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনিয়ম

সমাজের বিবেক হিসেবে পরিচিত শিক্ষকদের মর্যাদা কোনোকালেই কম ছিল না। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা যে অনেক উঁচু স্তরের, এটাও সর্বজনবিদিত। কিন্তু দুঃখজনক হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক শিক্ষকের নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে তাদের সেই মর্যাদা ম্লান হতে চলেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের অনিয়মের ভয়াবহ চিত্র শনিবারের যুগান্তরের এক প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে। এতে দেশবাসী এই ভেবে উৎকণ্ঠিত হবে, এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত কেউ যদি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন তাহলে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হবে কী করে? হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে দেশের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

> বাড়তি ছুটি অনুমোদনে কর্তৃপক্ষের কঠোর হতে হবে।

উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকা হলেও অনেক সময় যোগ্য গবেষক খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল বাংলাদেশে নয়, প্রতিবেশী অন্য দেশেও একই সমস্যা বিদ্যমান। এ সংকট দূর করার জন্য এক দেশের গবেষকদের অন্য দেশে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাদের বিশেষ মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। সম্প্রতি আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক শিক্ষকের কর্মকাণ্ডে শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশংকা তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলে গবেষণা খাতের অনুদান কমে যেতে পারে। গবেষণা খাতের এমন ক্ষতি সহজে কাটিয়ে ওঠার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির পরিমাণ বেশি। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাড়তি ছুটি ভোগ করার বিষয়টি জনগণ মেনে নেয়ায় তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যতিক্রমী গবেষণায় মনোনিবেশ করে নিজেদের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবেন, এটি প্রত্যাশিত হলেও বাস্তব চিত্রটি অন্য রকম। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষকের দায়িত্বে অবহেলা, অননুমোদিত ছুটি বা অনুপস্থিত থাকার বিষয় নতুন নয়। শিক্ষকদের একটি অংশের দায়িত্ব পালনে উদাসীনতার বিষয়টি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছার প্রেক্ষাপটে কয়েক বছর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে। বিধিনিষেধ থাকার পরও কী করে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক নানা অজুহাতে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকেন, তা খতিয়ে দেখা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাধারণভাবে উচ্চতর গবেষণায় উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু কোনো শিক্ষক এ সুযোগের অপব্যবহার করেন কিনা এদিকেও কর্তৃপক্ষের নজর রাখতে হবে। বিদেশে গবেষণা করতে গিয়ে ছুটি বাড়ানোর প্রবণতাও নতুন নয়। এ ধরনের বাড়তি ছুটি অনুমোদনে কর্তৃপক্ষের কঠোর হতে হবে। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যমান অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা থেকেই শিক্ষার্থীদের পাঠদানের দৈন্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করার পরও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা কাটবে না। সনদপ্রাপ্ত প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে সম্পদে পরিণত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ বিরাজ করে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে কী শর্তে কত সময় যুক্ত থাকতে পারবেন, এ বিষয়ক প্রণীত নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরি। তবে মনিটরিংয়ের নামে কোনো গবেষককে অহেতুক বিব্রত করা হলে প্রকৃত গবেষণা ব্যাহত হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। এ বিষয়েও কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। তাই নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষক সংকটের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।